প্রথম আলো

তারিখ ..04 JUN 2016...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

নিজেই বলেছি লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাষী : অর্থমন্ত্রী

এনবিআরকে আগামী অর্থবছরে ৫৩ হাজার কোটি টাকা বাড়তি আদায় করতে হবে

- এই সরকার যত দিন থাকবে, তত দিন অপ্রদর্শিত আয় সাদা করার সুযোগ থাকবে : অর্থমন্ত্রী
- প্রধানমন্ত্রী বলে থাকেন, পেট ঠান্ডা তো জগৎ ঠান্ডা : মতিয়া চৌধুরী
- চলতি অর্থবছরের জিডিপির হার ৭.০৫ শতাংশ বিশ্বব্যাংকও মেনে নিয়েছে : তোফায়েল আহমেদ

বাজেট নিয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ● ছবি : প্রথম আলো

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

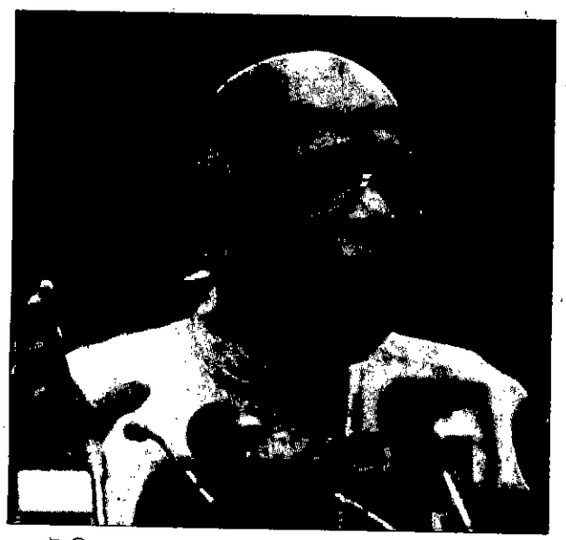

চলতি অর্থবছরের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি খুব নিম্নমানের এবং তা দুর্ভাগ্যজনক বলে মন্তব্য করেছেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। তারপরও তিনি আগামী অর্থবছরের জন্য উচ্চাভিলাষী রাজস্ব সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছেন বলে জানান। অর্থমন্ত্রী বলেন, 'প্রস্তাবিত বাজেটের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা উচ্চাভিলাষী। হ্যাঁ, আমি নিজেই তা বলেছি। তবে এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমি আত্মবিশ্বাসী।'

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে গতকাল শুক্রবার অনুষ্ঠিত বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী এসব কথা বলেন। বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ, কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু, পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এবং অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী মো. আবদুল মান্নানকে সঙ্গে নিয়ে প্রশ্নোত্তরনির্ভর সংবাদ সম্মেলনটি করেন অর্থমন্ত্রী।

এতে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থসচিব মাহবুব আহমেদ, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. নজিবুর রহমান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর আবু হেনা মোহা. রাজী হাসান।

আগামীবারের রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এবারও এনবিআরের প্রতি আস্থা রাখলেন অর্থমন্ত্রী। গত বছরের ৬ জুন অনুষ্ঠিত চলতি অর্থবছরের (২০১৫-১৬)

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

নিজেই বলেছি লক্ষ্যমাত্রা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনেও একই আস্থা রেখেছিলেন তিনি।

চলতি অর্থবছরে এনবিআরের ওপর দায়িত্ব ছিল ১ লাখ ৭৬ হাজার ৩৭০ কোটি টাকা সংগ্রহের। সংশোধিত বাজেটে এনবিআরের লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে করা হয় ১ লাখ ৫০ হাজার কোটি টাকা। আগামী অর্থবছরে এনবিআরের আদায় লক্ষ্যমাত্রা ২ লাখ ৩ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে এনবিআরকে আগামী অর্থবছরে বাড়তি আদায় করতে হবে ৫৩ হাজার কোটি টাকা।

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'সাত বছর ধরে এই মন্ত্রণালয়ে থেকে আমি দেখেছি, রাজস্ব আদায়ের সক্ষমতা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। জেলা-উপজেলায় নতুন নতুন অফিস হয়েছে, আরও হবে। এসব বিবেচনায় ৩৫ শতাংশ বাড়তি রাজস্ব আদায়ের প্রস্তাব করেছি।'

এনবিআরের এবারের রাজস্ব আদায় নিম্নমানের হলেও আগের বছর ভালো ছিল বলেও স্মরণ করেন অর্থমন্ত্রী। বাজেট বক্তব্যে আগামী অর্থবছরে বেসরকারি খাতের বিনিয়োগ বাড়বে বলে আশার কথা শুনিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। ভিত্তি কী? এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'মনে হচ্ছে যে একটা ধাক্কা এসেছে। বিনিয়োগে উল্লম্ফন (এসকেলেশন) এসেছে দেশি-বিদেশি দুই ক্ষেত্রেই।'

মুহিত তাঁর কারণও ব্যাখ্যা করেন নিজের মতো। বলেন, গত দেড় বছরে দেশে যে পরিস্থিতি, বোঝা যায় মানুষের আস্থা বেড়েছে। কাজকর্ম করে ভালো আছে মানুষ এবং ধর্মঘটে তাদের কোনো আগ্রহ নেই। অর্থমন্ত্রী এ সময় বলেন, 'যেকোনো কারণেই হোক...খালেদা জিয়া-বিএনপির কোনো অস্তিত্ব নেই। বর্তমানে বিএনপি কোনো বিরোধী দলও না।'

পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল এ বিষয়ে বলেন, মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) প্রবৃদ্ধি বাড়াতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে, মাথাপিছু আয়ও বাড়াতে হবে। আগামী অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭ দশমিক ২ শতাংশ অর্জন সম্ভব বলেও তিনি বিশ্বাস করেন। তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক বলেন, বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে। প্রবৃদ্ধির ৭ শতাংশের ধরা বজায় রাখতে হবে।

এবারের বাজেটোত্তর সংবাদ সম্মেলনটি শুরু করেন একটু ভিন্নভাবে। প্রথমেই তিনি আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট নিয়ে দুটি জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত দুটি প্রতিবেদন যথাযথভাবে তৈরি করা হয়নি বলে সমালোচনা করেন।

অপ্রদর্শিত আয় সাদার সুযোগ : আগামী বাজেটে শুধু নির্দিষ্ট একটি খাতে অপ্রদর্শিত আয় সাদা করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে কেন, এমন প্রশ্নের জবাবে অর্থমন্ত্রী বলেন, 'না. না. না। কালোটাকা নিয়ে চুপ কোনো কথা না। আপনারা প্রশ্ন না তুললে আমি নিজেই এ ব্যাপারে বক্তব্য দিতাম।'

অর্থমন্ত্রী বলেন, 'এ সুযোগ ইতিমধ্যে আইনেই দেওয়া রয়েছে। আমি বরাবরই বলেছি এবং এখনো বলছি, এই সরকার যত দিন থাকবে, তত দিন এই সুযোগ থাকবে।'

বিষয়টির ব্যাখ্যাও করেন অর্থমন্ত্রী। বলেন, 'কোনো কারণে আমি যদি আয়কর রিটার্নে আয় না দেখাই, তাহলে পরবর্তী সময়ে সংশোধিত আয়কর রিটার্নেও তা দেখানো সম্ভব। এ জন্য অবশ্য জরিমানা দিতে হবে।'

এবারের বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রী অপ্রদর্শিত আয় সাদা করার সুযোগ নিয়ে কিছু বলেননি। তবে ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটে আয়কর অধ্যাদেশের ১৯ বিবিবিবিবি নামে একটি নতুন ধারা সংযোজন করে ফ্ল্যাট কিনে অপ্রদর্শিত আয় সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়। এ সুযোগটির কোনো মেয়াদ বলা নেই। তাই যত দিন এ ধারাটি বাতিল করা না হবে, তত দিন এ সুযোগটি অব্যাহত থাকবে।

এ ছাড়া ১০ শতাংশ হারে জরিমানা দিয়েও অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করা যায়।

অভ্যাসটা বদলানো দরকার : জাতিগতভাবে বাঙালি কথা একটু বেশি বলে। অথচ আগামী বাজেটে মোবাইল ফোনে কথা বলার খরচ বাড়বে। এই প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করবেন কি না, জানতে চাইলে অর্থমন্ত্রী বলেন, সাড়ে ১৫ কোটি মানুষের হাতে এখন ১৩ কোটি মোবাইল ফোন। কথা বলার ওপর একটু কর বাড়লে তাদের জন্য এটা তেমন কিছুই হবে না। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের উত্তম উপায় এটি।

বাজেট উপস্থাপনের দিন গত বৃহস্পতিবার রাতেই এনবিআর প্রজ্ঞাপন জারি করে মোবাইল ফোনের সেবায় সম্পূরক শুল্ক ৩ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫ শতাংশ করা হয়। মোবাইল ফোন অপারেটররা ওই দিন রাত থেকেই টাকা কাটা শুরু করেছে।

সব দেশের তুলনায় বাংলাদেশ কম রাজস্ব আদায় করে বলে হতাশ অর্থমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের অভ্যাসটা বদলানো দরকার। সব সময় দাবি করি ও হইচই করি সরকার কী সেবা দিল, না দিল। কিন্তু সেবা দিতে গেলে তো সরকারের রাজস্ব প্রয়োজন। সেটা নিয়ে কেউ-ই মাথা ঘামাই না।'

বেসরকারি পেনশন সময় লাগবে : বেসরকারি খাতে পেনশন পদ্ধতি চালু নিয়ে বাজেটে একটি ধারণা দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী। গতকাল এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারী রয়েছেন, এমন বেসরকারি খাতের জন্য একটি 'কন্ট্রিবিউটিং পেনশন স্কিম' চালু করা যায়। যাঁরা পেনশন পান, তাঁরা কিছুটা দেবেন আর কিছুটা দেবে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান।

এরপর অর্থমন্ত্রী মুহিত বলেন, 'আমাদের সবার বয়স ৭০ পার হয়ে ... ার দরকার ... কাজ করব।'

পুলিশ ও বহিরাগতদের হামলার

আন্দো
নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

আন্দোলন ও পরীক্ষা বর্জনের হুমকি দিয়েও দাবি আদায় করতে পারেননি চাকরিপ্রত্যাশী বেকার নার্সরা। তাঁদের বিক্ষোভের মুখেই গতকাল শুক্রবার সকালে 'সিনিয়র স্টাফ নার্স' পদে নিয়োগ পরীক্ষা নিয়েছে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। এ পরীক্ষা বাতিলের দাবিতেই তিন মাস ধরে আন্দোলন করছিল বেকার নার্সদের দুটি সংগঠন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বেকার নার্সদের এই আন্দোলনের পেছনে বিএনপির উসকানি আছে বলে দাবি করেছেন।

গত ২৮ মার্চ ৩ হাজার ৬১৩টি